Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-IV, Issue-IV, April 2016, Page No. 7-12
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

চার্বাক নীতিতত্ত্বে সুখবাদী ভাবনা : একটি সমীক্ষা

দেবব্রত সাহা
সহকারী অধ্যাপক, হিরালাল ভকত কলেজ, নলহাটি বীরভূম, কলকাতা, ভারত

Abstract

In this paper I want to highlight the hedonistic attitude (sukhobadi vabna) of the charbaka in the light of their ethics (nititattva). The charbaka philosophy stands for their realistic approach towards human life as well as human values. They have analysed the human value in the light of realistic approach. Here realistic approach does not denote realism, but denotes the everyday livelihood. They have neglected the Veda and refused to pay any time to pray to the god. For their realistic approach their ethics became hedonism. In Indian Philosophy only the charbaka declared as hedonist. In this article I have tried to focus the main characteristics of the charbaka hedonism and tried to analyse ethical principle of charvaka philosophy.

আমাদের এই ভারত আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান। তাই ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে আধ্যাত্মিকতারই প্রাধান্য। তবুও এই ভারতেই আধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারার বিরোধী চিন্তাধারা হিসাবে জড়বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। জড়বাদ বলতে সাধারণতঃ সেই দার্শনিক মতবাদকেই বোঝায় যে মতবাদ অনুযায়ী অচেতন জড়বস্তু একমাত্র সত্তা এবং প্রাণ, মন, আত্মা বা চৈতন্য জড় থেকে উদ্ভুত। জড়বাদ দেহাতিরিক্ত আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের বিরোধী। এই জড়বাদের প্রচারক হিসাবে চার্বাকদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চার্বাকই একমাত্র সম্প্রদায় যারা বস্তুবিশ্বকে বা পরিদৃশ্যমান জগতকে একান্ত সত্য বলে স্বীকার করেন।

তাই বলা যায় চার্বাক নীতিতত্ত্ব তার জড়বাদী তত্ত্ববিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। চার্বাক নীতিতত্ত্বের মূল কথা হল কিভাবে ইহজাগতিক যাবতীয় সুখ সম্ভোগ সুসম্পন্ন করা যায় তার অনুসন্ধান করা অর্থাৎ ইহজাগতিক সুখ সাচ্ছন্দ্যের প্রতি চার্বাক নীতিতত্ত্বের মূল অভিমুখ। চার্বাক সম্প্রদায় মনে করেন, দেহ ধারণ করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার উদ্দেশ্যই হল সুখভোগ। অর্থাৎ যেভাবেই হোক ইহজাগতিক সমস্ত প্রকারের সুখ সম্ভোগই হল বেঁচে থাকার একমাত্র আদর্শ। চার্বাকগণ দৈহিক সুখ বা কাম এবং তার সাধন অর্থকেই জীবনের পরমার্থ বা পুরুষার্থ বলেছেন।[১]

পুরুষার্থের লক্ষণে বলা হয়, "যেন প্রযুক্তঃ পুরুষঃ প্রবর্ত্ততে, স পুরুষার্থঃ।" অর্থাৎ যাহার দ্বারা প্রযুক্ত - যত্নবান হইয়া পুরুষ তাহার সাধনে চেষ্টিত হয় তাহা পুরুষার্থ।[২] পুরুষ + অর্থ = পুরুষার্থ। এখানে অর্থ হল প্রয়োজন। সুতরাং যে বস্তু পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে তাই পুরুষার্থ। মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাসূত্র গ্রন্থে (৪/১/২) বলেছেন, "যস্মিন প্রীতিঃ পুরুষস্য তস্য লিপ্সার্থ লক্ষণ অবিভক্তত্বাৎ" অর্থাৎ 'যে বিষয়ে মানুষের প্রীতি হয়, তাহাই পুরুষার্থ, তাহার যে লিপ্সা বা অনুষ্ঠান তাহা অর্থত অর্থাৎ স্বাভাবিক অনুরাগবশত প্রাপ্ত'।[৩] ভারতীয় নীতিতত্ত্বে পুরুষার্থকে 'সাধ্য' রূপে অভিহিত করা হয়। যা সাধনালব্ধ তাই সাধ্যরূপে বিবেচিত। পুরুষার্থের সহায়ক যে কাম্য বস্তু তা শুধুমাত্র সাধনার দ্বারাই লাভ করা যায়। তাই পুরুষার্থ চরম ও পরম মূল্যবান। পুরুষার্থ লাভে মানুষের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। প্রচলিত ধারণা অনুসারে পুরুষার্থ চার প্রকার যথা— ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এখানে ধর্ম বলতে সদ্‌গুণ, অর্থ বলতে সম্পদ, কাম বলতে সুখ এবং মোক্ষ বলতে আত্মোপলব্ধিকে বোঝানো হয়েছে। এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লাভের উপায় আর মোক্ষ হল পরমার্থ বা পরম পুরুষার্থ। জীবের মূল্য বা পুরুষার্থই ইষ্ট বা কাম্য বস্তু।[৪]

ধর্ম : 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রত্যয় করে ধর্ম শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ হল ধারণ করা। যা সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে আছে, যা সমগ্র বিশ্বের শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে তাই ধর্ম। অর্থাৎ বলা যায় ধর্মের অভাবে জগতে শৃঙ্খলার অভাব ঘটত।[৫] ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, যে গুণ শক্তি বা স্বভাব দ্বারা কিছু ধৃত হয় বা যে স্বভাব বা শক্তি কোন কিছুকে ধারণ করে তাকে বলে ধর্ম।[৬] ধর্মের আলোচনা করতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বলেছেন—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দান, দম, দয়া, শান্তি এই নয়টি ধর্মের সাধন।[৭] মনুসংহিতায় মনু বলেছেন, "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।"[৮] অর্থাৎ ধৃতি (ধারণ বা ধৈর্য), ক্ষমা, দম (সৎ আচরণ), অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ (দেহ ও মনের শুচিতা), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ), ধী (শাস্ত্র জ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। এইগুলি পালনে মানুষ নৈতিকতার শীর্ষে অবস্থান করে সমাজে অনুসরণীয় হতে পারেন।[৯]

অর্থ : পুরুষার্থরূপে অর্থ দ্বিতীয় পুরুষার্থ। অর্থ কেবল উপায় কিন্তু উপেয় নয়। অর্থ ধর্মানুকুল হলেই পুরুষার্থ বলে বিবেচিত হয়। জীবের নানাবিধ কাম্য বস্তু আছে এবং সেগুলির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য প্রয়োজন অর্থের। অর্থ ছাড়া কাম্য বস্তু লব্ধ হয় না, এমনকি তার সন্তুষ্টি বিধানও হয় না। পুরুষার্থরূপ অর্থকে এমনই হতে হবে যা নিজের যেমন ইষ্ট সাধন করতে পারে তেমনি অপরের অনিষ্ট সাধন না করে। অর্থ তাই একদিকে ইষ্ট সাধন এবং অপরদিকে অনিষ্ট নাশক।

কাম : মানুষ দেহধারী, তাই দেহের প্রয়োজন সাধক বস্তু সে কামনা করে। অর্থাৎ প্রয়োজন সাধক বস্তুর প্রাপ্তি ও ভোগ তার কাম্য। সেজন্য 'কাম' পুরুষার্থের তৃতীয় পুরুষার্থ। 'কাম' হলো সংযতভাবে সঙ্গত কামনা সমূহের তৃপ্তি সাধন।

মানুষের মধ্যে দুটি প্রবৃত্তি কাজ করে। একটি জীববৃত্তি এবং অন্যটি বুদ্ধিবৃত্তি। জীববৃত্তির জন্য মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নিম্নতর জৈবিক সত্তা যা বিভিন্ন প্রকার দৈহিক সুখকে পাওয়ার লালসা কাজ করে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হওয়ায় শুধুমাত্র যৌনসম্ভোগরূপ কামকে সবসময় কামনা করে না। বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা মানুষ কামকে সংযতভাবে চালিত করে। অসংযত কামাচার মানুষের অন্তঃস্থিত সত্তাকে কালিমালিপ্ত করে – যা পশুসুলভ কাম লালসারই নামান্তর। বিকৃত কাম মানুষকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায় কিন্তু সংযত কাম মানুষকে ভোগের মাধ্যমে ত্যাগের ব্রতে ব্রতী করে তোলে।

মোক্ষ : সাধারণভাবে যে চারটি পুরুষার্থের কথা পাওয়া যায় তার মধ্যে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। আর অপরাপর পুরুষার্থগুলি এর সহযোগীমাত্র। মোক্ষ হল জীবন যন্ত্রণা থেকে, অবিদ্যা থেকে, ভবরূপ বন্ধন থেকে, আত্মার বন্ধন থেকে চিরমুক্তি। মোক্ষকে ভারতীয় দর্শনে মুক্তি অপবর্গ, কৈবল্য, নির্বাণ এবং নিঃশ্রেয়স প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু মোক্ষের স্বরূপ নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকগণ একমত নন। বেদ বিরোধী জড়বাদী চার্বাক চেতন দেহের উচ্ছেদকেই মোক্ষ বলেন।[১০] আবার শূন্যবাদী বৌদ্ধদের মতে আত্মার উচ্ছেদই মোক্ষ। অন্য বৌদ্ধদের মতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উদয়ই মোক্ষ। সাংখ্য মতে পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। বেদান্ত মতে অবিদ্যার নিবৃত্তি বা আত্ম স্বরূপের অববোধই মোক্ষ।[১১]

মানুষ সাধারণভাবে বা স্বভাবতঃই কাম ও তার জন্য অর্থ অনুসন্ধান করে থাকে কিন্তু যখন তা অর্থাৎ অর্থ এবং কাম ধর্মে অনুবিদ্ধ থাকে অর্থাৎ অর্থ ও কাম যদি ধর্মকে দ্বার করে অনুসন্ধান করা হয় তাহলে মানুষ বিনাশী কামরূপ সুখকে অতিক্রম করে পরম পুরুষার্থ মোক্ষের বা অপবর্গের বা কৈবল্যের বা নির্বাণের বা নিঃশ্রেয়সের অনুসন্ধান করতে পারে।

চার্বাকগণ এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে কাম অর্থাৎ সুখকেই পরম পুরুষার্থ রূপে গণ্য করেছেন এবং সুখলাভের সহায়ক অর্থকে গৌণ পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেছেন। ধর্ম ও মোক্ষ কে পুরুষার্থরূপে স্বীকার করেন নি। কারণ ধর্মের ভিত্তি বেদাদি শাস্ত্র। আর এই বেদাদি শাস্ত্রের রচয়িতারা ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর। তাই ধর্ম পরম পুরুষার্থ নয়। আবার তারা মোক্ষকেও পরম পুরুষার্থরূপে স্বীকার করেন নি। মুক্তি বলতে যদি আত্মার মুক্তি বোঝায় তাহলে তা সম্ভব নয়। কারণ, দেহাতিরিক্ত আত্মা নেই।

এখানে আমরা আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকদের মত আলোচনা করে নেব।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে আত্মা : 'আত্মন্' শব্দ গমনার্থক 'অত্' ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রত্যয়ের মাধ্যমে নিষ্পন্ন। 'অত্' ধাতুর অর্থ গমন। তাই আত্মার অর্থ হল গমনকারী। দেহ থেকে দেহান্তরে গমন করে বলেই আত্মাকে গমনকারী বলা হয়। আবার গমনার্থক ধাতুমাত্রই জ্ঞানার্থক। সুতরাং 'আত্মন' শব্দের অপর অর্থ হল জ্ঞাতা বা জ্ঞানের আশ্রয়। ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় সম্প্রদায় মতেই আত্মা জ্ঞান ও ইচ্ছাদি (ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি) গুণের আশ্রয়। জ্ঞানাদি গুণ আত্মদ্রব্যের বিশেষ গুণ। এই গুণগুলি অভৌতিক। এর ফলে কোন ভৌতিক দ্রব্যে এই গুণগুলি থাকতে পারে না। এই অভৌতিক গুণগুলির আশ্রয় রূপে যে অভৌতিক দ্রব্য স্বীকৃত, তাই আত্মা। ন্যায়-বৈশেষিক মতে এই আত্মদ্রব্য নিত্য, মূর্ত, বিভু ও সংখ্যায় বহু।[১২] আত্মা

দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত নয়। জ্ঞান বা চৈতন্য আত্মার গুণ কিন্তু নিত্য গুণ নয়। চোইতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ। আত্মা স্বভাবতঃ অচেতন। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগ হলে আত্মায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

সাংখ্য দর্শন মতে আত্মা : সাংখ্য দর্শনে আত্মা পুরুষ নামে বিবেচিত। পুরুষ বা আত্মা হল সাংখ্য দর্শনের দ্বিতীয় মূল তত্ত্ব। সাংখ্য মতে, পুরুষ বা আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার থেকে ভিন্ন এক স্বতন্ত্র সত্তা। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, প্রকাশস্বভাব। আত্মা নিত্য, অহেতুক ও সর্বব্যাপী চৈতন্যসত্তা, তা প্রকৃতির পরিণামের এবং সকল প্রাকৃতিক বিকারের অতীত। পুরুষ স্বভাবতঃ উদাসীন এবং সুখ-দুঃখের অতীত। সাংখ্য মতে, পুরুষ বা আত্মা হল অজ, নিত্য, অলিঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, অপরিণামী, বিষয়ী, বিবেকী, অসঙ্গ, সুখ-দুঃখ-পূণ্য-পাপাদিরহিত অমল সত্তা।[১৩]

মীমাংসা দর্শন মতে আত্মা : আত্মা সম্বন্ধে মীমাংসা মত ন্যায়ের মতই বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী। মীমাংসা মতে, আত্মা নিত্য এবং অসীম দ্রব্য বিশেষ।[১৪] যে দেহে আত্মা অবস্থান করে তা মিথ্যা বা মায়া নয়, সত্য। চৈতন্য আত্মার স্বরূপ নয় আগন্তুক গুণ। বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হলেই আত্মার চৈতন্যগুণের আবির্ভাব হয়, না হলে আত্মায় চৈতন্য থাকে না। ভাট্টমতে, আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। এ বিষয়ে ন্যায় মতের সঙ্গে ভাট্টমতের কোন বৈসাদৃশ্য নেই।

বেদান্ত দর্শনে আত্মা : বেদান্ত মতে আত্মা এক, অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ।[১৫] আত্মায় একমাত্র সৎ। অদ্বৈতবেদান্ত মতে, আত্মা নিত্য, বুদ্ধ, মুক্ত। অজ্ঞানবশতঃ জীব এই স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং অনাত্মা দেহের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বলে মনে করে। ফলে দেহের জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক-সবই আত্মার বলে মনে হয়।

রামানুজ আত্মা সম্বন্ধে এই অদ্বৈত মত গ্রহণ করেন না। তাঁর মতে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন, শুধু চৈতন্য বলে কিছু থাকতে পারে না। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নয়। চৈতন্য আত্মার নিত্য গুণ, সর্বাবস্থাতেই আত্মায় চৈতন্য গুণ থাকে। রামানুজ এপ্রসঙ্গে বলেন, চৈতন্য আত্মার কোন আগন্তুক গুণ নয়। রামানুজের মতে, আত্মা নিত্য এবং ব্রহ্মের চিদংশ। তাঁর মতে, আত্মা অণুপরিমাণ।

বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা : বৌদ্ধ মতে, আত্মা কোন পরিবর্তনহীন নিত্য সত্তা নয়। বৌদ্ধ মতে, বিজ্ঞান বা চৈতন্যের প্রবাহই আত্মা। বিজ্ঞান ক্ষণিক, বিজ্ঞান একটি ক্ষণে উৎপন্ন হয় এবং পরক্ষণে বিনষ্ট হয় এবং নতুন আর একটি বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। এই পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান প্রবাহ ছাড়া আত্মা বলে পৃথক কোন সত্তা নেই। চক্র, দণ্ড, আসন প্রভৃতি অংশসমূহের একটি বিশেষ সন্নিবেশকে বোঝাতে 'রথ' শব্দের ব্যবহার হয়। ঐ অংশগুলির অতিরিক্ত রথ বলে স্বতন্ত্র বস্তু নেই। তেমনি পঞ্চস্কন্ধের (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) অতিরিক্ত আত্মা বলে কোন পদার্থ নেই। রূপাদি পঞ্চস্কন্দের এক-একটি আত্মা নয়। স্কন্ধসমূহের সমাহারই আত্মা।

জৈন দর্শনে আত্মা : জৈন দর্শনে জীব ও আত্মা সমার্থক। জৈনমতে, আত্মা স্বরূপত নিত্য ও সর্বজ্ঞ হলেও আত্মার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন আত্মার বিভিন্ন দেহধারণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। জৈনমতে, আত্মা যে দেহে অবস্থান করে, সেই দেহের ভিন্নতা অনুযায়ী চেতনার পরিমাণ কম বা বেশী হলেও তা দেহের সর্বাংশে পরিব্যাপ্ত থাকে। অর্থাৎ আত্মা দেহের কোন একটি বিশেষ অংশে অবস্থান করে না, দেহের সর্বাংশেই বিরাজ করে। ফলে একটি হাতির দেহে আত্মা যত বিস্তৃত, একটি মশার দেহে তত বিস্তৃত নয়। প্রদীপের আলো যেমন কোনো একটি ঘরের সর্বত্র জুড়ে থাকে এবং ওই ঘরের আকার ধারণ করে, সেইরূপ চৈতন্যময় আত্মা স্বরূপত অমূর্ত হলেও যখন যেখানে অবস্থান করে, তখন তার আকার ধারন করে।

চার্বাক দর্শনে আত্মা : চার্বাকগণ দেহের অতিরিক্ত আত্মদ্রব্যে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা।[১৬] চার্বাক সম্প্রদায় আত্মা সম্পর্কে বৈদিক ও অবৈদিক উভয় মতকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, সমস্ত জীব ও জড়জগৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূতের দ্বারা গঠিত। আকাশ বা ব্যোম্ যেহেতু প্রত্যক্ষযোগ্য নয় তাই তা স্বীকার্য নয়। তাই চার্বাকমতে জীবদেহে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূত দ্রব্যের অতিরিক্ত কোন উপাদান নেই। জড়জগতের সঙ্গে জীবজগতের পার্থক্য এখানেই যে, জীবদেহে ভূতচতুষ্টয়ের সমন্বয়ে 'চৈতন্য' নামক একটি গুণ উদ্ভুত হয় কিন্তু জড়জগতে এইরূপ কোন গুণ উদ্ভুত হয় না। এই মতে, 'চৈতন্য' নামক এই গুণ সম্পূর্ণভাবে জড় উপাদানের সমন্বয় থেকেই উদ্ভুত এবং জড়দেহের উপাদানের সঙ্গেই বিনাশ্য।

মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে চার্বাকদের পুরুষার্থ সংক্রান্ত ধারণাকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন—"অঙ্গনার আলিঙ্গন ও অন্যান্য কাম্য বিষয়ের প্রাপ্তিজন্য যে সুখ তাই পুরুষার্থ।"[১৭] তাই চার্বাকদের নৈতিক মতবাদ সুখবাদ নামে পরিচিত। তাঁরা মনে করেন জগতে যত রকমের সুখ আছে তার মধ্যে ইন্দ্রিয় সুখই সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট ও তীব্র। কিন্তু তাসত্ত্বেও তাঁরা সুখের মধ্যে কোন গুণগত ভেদ স্বীকার করেন নি এবং বর্তমানের কোন সুখ ভোগের মধ্যে ভবিষ্যতের কোন দুঃখের বীজ সুপ্ত অবস্থায় আছে কি নেই- এইসব প্রশ্নও চার্বাকদের কাছে অবান্তর মনে হয়েছে। শুধুমাত্র বর্তমান সুখই বাস্তব সত্য- চার্বাক দর্শনে এই ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। ভবিষ্যতে না পাওয়া অনিশ্চিত সুখের আশায় বর্তমানের সুখকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়- এই সব বাস্তব সত্যের মধ্য দিয়েই চার্বাক সুখবাদের মূল দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'র বর্ণনা অনুসারে চার্বাকদের জগৎ প্রধানতঃ বর্তমানকে কেন্দ্র করে।[১৮] যে বর্তমান সুনিশ্চিত তাকে উপেক্ষা করে সংশয়িত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে চার্বাকরা অগ্রসর হতে চান না। তাঁরা বলেন, আগামীকাল পেতে পার এমন এক রমনীয় ময়ূরের তুলায় তোমার আয়ত্তে থাকা একটি কপোত অনেক বেশী মূল্যবান। কেননা, অতীত তোমার নয়, ভবিষ্যত বিশ্বাসযোগ্য নয়, বর্তমানই প্রত্যক্ষগোচর। বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যে কোন ভাবেই হোক না কেন ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিতৃপ্ত করা। কারণ, মানুষের জীবন হল ইন্দ্রিয়ময় জীবন। চতুর্ভূতে গঠিত চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই হল জীব এবং এই দেহকে কেন্দ্র করেই জীবের জীবন। চার্বাকদের মতে, দৈহিক সুখ বা ঐন্দ্রিয়িক সুখ ভোগই জীবনের পূর্ণতা দান করে। অর্থাৎ দেহের ধর্মই হল ভোগ। তাই চার্বাক নীতিতত্ত্ব ভারতীয় দর্শনে সুখবাদ নামে পরিচিত। তাই তাঁরা বলেন, যাবৎ জীবেৎ, সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ। ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের জন্য প্রয়োজন হলে ঋণ করেও ঘি খাওয়া উচিত এবং ভোগের যতরকম উপকরণ ও উপায় আছে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। দেহকেন্দ্রিক জীবনে সুখলাভই অমৃতলাভ। জন্মের মাধ্যমেই জীবনের শুরু আবার মৃত্যুতে তার পরিসমাপ্তি। তাই মানুষ যতদিন বাঁচে সুখে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত।

"সর্বদর্শনসংগ্রহের" বর্ণনা অনুসারে চার্বাকরা বৈষয়িক এবং জাগতিক ভোগসুখে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এই ভোগাকাঙ্খার চরিতার্থতাই তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য। চার্বাক মতে জগৎ ভোগসুখের সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল। এক্ষেত্রে চার্বাকরা একেবারে ভিন্ন পথের পথিক। বিষয়রসে মগ্ন হয়ে তাঁরা তাঁদের উপভোগস্পৃহা চরিতার্থ করতে আগ্রহী।[১৯] বাধা বা বিপদের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে জাগতিক সুখের উপভোগে তারা প্রয়াসী। ইহজগতের ভোগসুখকে উপেক্ষা করে কৃচ্ছসাধন চার্বাকদের অভিপ্রেত নয়।

দুঃখ মিশ্রিত বলে ভোগজন্য সুখকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। যা আবর্জনীয়রূপে সুখের সঙ্গে এসে পড়ে, সেরূপ দুঃখকে স্বীকার করে নিয়ে সুখকে ভোগ করতে হবে। তাই চার্বাকষষ্ঠীতে বলা হয়েছে, 'বিষয় প্রাপ্তিজন্য সুখ দুঃখের দ্বারা সংসৃষ্ট বলে তা পুরুষগণের ত্যাজ্য হবে- এধরণের বিচার মূর্খতার পরিচায়ক। এই জগতে এমন কোন সুখার্থী আছে কি যে তুষযুক্ত ও কণাযুক্ত বলে সিতবর্ণের উত্তম তণ্ডুল যুক্ত ধান কে পরিত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করবে? মৎসার্থী ব্যক্তি সশল্ক ও সকন্টক মৎস্যের শল্ক ও কন্টক অনুপাদেয় বলে তা বর্জন করে যা উপাদেয় তা গ্রহণ করে থাকেন। শল্ক ও কন্টকের ভয়ে কখনো উপাদেয় মৎস্য পরিত্যাগ করেন না। আরো উদাহরণ সহযোগে বলা যায়, হাতি জমির ফসল নষ্ট করে দেবে এই ভেবে কৃষক কখনও কৃষিকাজ থেকে বিরত থাকে না। তাই দুঃখের ভয়ে সুখের অন্বেষণ থেকে বিরত থাকা অনুচিত। চার্বাকরা বলেন, যথেচ্ছ ভোগের দ্বারা জীবন সার্থক কর।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা সুখভোগ, সুখের প্রতিপক্ষ দুঃখকে বিনাশ করা চিরদিনই তার প্রয়াসের অঙ্গ। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দার্শনিক গোষ্ঠীর যাবতীয় প্রচেষ্টা এই লক্ষ্যের রূপায়নের পথেই প্রসারিত। ভারতীয় দর্শনের আচার্যরা যখন মোক্ষ বা নির্বাণের উল্লেখ করেন তখন সুখের পথরোধকারী দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশকে উপলক্ষ্য করেই তাঁরা অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী জন্মজন্মান্তরের সুখ-দুঃখকে একসাথে গ্রথিত করে সামগ্রিকভাবে দুঃখের বিনাশ করা। এক্ষেত্রে চার্বাকদের দৃষ্টি আবদ্ধ নির্দিষ্ট জীবনের সীমায়িত গণ্ডীর মধ্যে, সুখভোগের আকাঙ্খাকে তাঁরা এই খণ্ডিত জীবনের পটভূমিতেই চরিতার্থ করার অভিলাষী। প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজের বৃহত্তর অংশ এই চার্বাকী চিন্তারই অংশীদার। মোক্ষ, জন্মান্তর, কর্মফল ইত্যাদি ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তর্কের বিষয়বস্তু এবং মানুষের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টায় বর্তমান জীবনকে সর্বোতভাবে সুখী করার প্রয়াসেই ব্যয়িত।

যে সব তথাকথিত মানবিক মূল্য মানুষের জীবনকে মানুষের কাছে আকর্ষনীয় করে তোলে বলে মনে করা হয় সেই মূল্যগুলি সম্বন্ধে চার্বাকগণ প্রশ্ন তুলেছেন। সাধারণতঃ বলা হয় যে, মূল্য বর্জিত মানব জীবন পশু জীবনের সমতুল্য। কিন্তু

চার্বাকদের প্রশ্ন হল এই মূল্যগুলি কি? কারাই বা এই মূল্যগুলি উদ্ভাবন করেছেন? জোর করে কতকগুলি মূল্যবোধ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। মানুষ স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। সুতরাং মূল্য নির্ধারণের স্বাধীনতা মানুষের আছে। প্রতিটি মানুষেরই তার নিজের জীবনের মূল্যবোধ নির্ধারণ করার অধিকার আছে। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও যুক্তিযুক্ত মতামত প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে চার্বাক দার্শনিকেরা স্বাধীন চিন্তা করার পথ উন্মুক্ত করেছে এবং অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় গুলিকে কুসংস্কার মুক্ত ও বিচার নির্ভর মতামত প্রতিষ্ঠায় প্রণোদিত করেছে।

তথ্যসূত্র :

১। অর্থ কামৌ পুরুষার্থৌ, সর্বদর্শনসংগ্রহ
২। চার্বাক দর্শনম্, শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃঃ-১৬
৩। পূর্বমীমাংসা দর্শন, শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩, পৃঃ-৯৪
৪। Vatsyayana's Commentary on Nayaya-Sutra, 1.1.1.3
৫। "ভারতীয় দর্শন ও তার বিশিষ্ট পটভূমিকা," গোপীনাথ ভট্টাচার্য, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ১৯৯৫, পৃঃ- ৫৪
৬। ঋগ্বেদ, ৭/৮৯/৫; সায়নভাষ্য
৭। Philosophy of Values, M. Hiriyanna, The Cultural Heritage of India, Vol. III. P. 647
৮। মনুসংহিতা ৬/৯২
৯। ভারতীয় নীতিবিদ্যা, দীপক কুমার বাগচী, পৃঃ-৩৭
১০। দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ, সর্বদর্শনসংগ্রহ, পৃঃ-৬, দেহস্য নাশো মুক্তি, সর্বদর্শনসংগ্রহ, পৃঃ-৭, মরণের চ মোক্ষঃ, সর্বমতসংগ্রহ, পৃঃ-১৫, মোক্ষস্তু মরণং, সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, ২/১০
১১। চার্বাক দর্শনম্, শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃঃ-১৮
১২। ভারতীয় দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, পৃঃ-১৬৩-১৬৪
১৩। ভারতীয় দর্শন, রমেশচন্দ্র মুন্সী, পৃঃ-২১৮
১৪। ভারতীয় দর্শন, রমেশচন্দ্র মুন্সী, পৃঃ-২৬১
১৫। ভারতীয় দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, পৃঃ-১৬৩-১৬৪
১৬। সায়ন মাধবীয়ঃ সর্বদর্শনসংগ্রহঃ, শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ-৩
১৭। 'অঙ্গনালিঙ্গনাদি জন্যং সুখমেব পুরুষার্থ', সায়ন মাধবীয়ঃ সর্বদর্শনসংগ্রহঃ, শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ-৪
১৮। কামসূত্র, ১/২/২৯/৩০
১৯। চার্বাক দর্শক, লতিকা চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ-১১৫

গ্রন্থপঞ্জী :

১। গুপ্ত, কল্যাণচন্দ্র ও বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ, ধর্ম দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।
২। গুপ্ত, দীক্ষিত, নীতিবিদ্যা, পরিবেশক প্রেস, ১ম প্রকাশ ২০০৩।
৩। চক্রবর্তী, নীরদবরণ, ভারতীয় দর্শন, দত্ত পাবলিশার্স, কলকাতা, দশম সংস্করণ, ২০১০।
৪। চক্রবর্তী, তপন কুমার, দর্শন-সমীক্ষা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।
৫। চ্যাটার্জী, অমিতা, ভারতীয় ধর্মনীতি (সম্পাদনা), সেন্টার অব্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।
৬। দাসগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, চিরায়ত প্রকাশন, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।
৭। ন্যায়সূত্র, গৌতম, বাৎস্যায়ন ভাষ্য সহ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতিসহ, (১ম, ২য়, ৩য়, ৫ম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১ম খণ্ড ১৯৮১, ২য় খণ্ড ২০০০, ৩য় খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) ২০০০, ৫ম খণ্ড ১৯৮৯।

৮। ভট্টাচার্য, উমেশচন্দ্র, ভারতদর্শনসার, বিশ্বভারতীয়, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।
৯। ভট্টাচার্য, অমিতঃ বৌদ্ধ দর্শন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা ২০০৭।
চার্বাক দর্শন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১ম প্রকাশ ১৪১২।
১০। ভট্টাচার্য শ্রীমোহন ও ভট্টাচার্য দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী, ভারতীয় দর্শন কোষ, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা প্রথম খন্ড ১৯৭৮।
১১। ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, বুক সিণ্ডিকেট প্রাঃলিঃ কলকাতা, ২০০৫।
১২। ভট্টাচার্য, সুখময়, পূর্বমীমাংসা দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮৩।
১৩। মণ্ডল প্রদ্যোত কুমারঃ ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ, পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮।
বৈশেষিক দর্শন, প্রগ্রেসিভ, পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০।
১৪। শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, চার্বাক দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯।
১৫। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, সায়ন মাধবীয়, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।
১৬। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, সায়ন মাধবীয়, সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, সদেশ, কোলকাতা, ২০১১।
১৭। সান্যাল, ইন্দ্রাণী ও শর্মা, রত্না দত্ত, ধর্মনীতি ও শ্রুতি, সেন্টার অব্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।
১৮। সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, আগস্ট ২০০১।
১৯। সেন, অমূল্যচন্দ্র, জৈনধর্ম, বিশ্বাবিদ্যা সংগ্রহ, ১ম প্রকাশ শ্রাবণ, ১৩৫৮।
২০। সাহা, বিশ্বরূপ, নাস্তিকদর্শন পরিচয়, সদেশ, কোলকাতা, ২০০৬।